মূল্যায়ন পরীক্ষা-২০২০

শ্রেণি: ষষ্ঠ

বিষয়: খিস্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান: ৭০**

[দ্রষ্টব্য: যে কোনটি ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

১। শ্যামল নিয়মিত তার বাগানের যত্ন নিয়ে থাকে। তার তত্ত্বাবধানে বাগানের গাছগুলো স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে এবং বাগানটি ফুল, ফলে পরিপূর্ণ হচ্ছে। সে তার বাড়ির পশুপাখিদেরও যত্ন নেয়। শ্যামল মনে করে, এগুলো যত্ন করার দায়িত্ব তার। অন্যদিকে তার ভাই অমল শ্যামলের সাথে খারাপ ব্যবহার করে এবং পাড়া প্রতিবেশী বিপদে পড়লে তাদের সেবায় এগিয়ে যায় না। সে একটি বাড়িতে একাই বসবাস করে এবং বলে সে ঈশ্বরকে ভালবাসে।

ক) সৃষ্টির মধ্যে কে উপস্থিত আছেন? ১

খ) ঈশ্বর সৃষ্টির মাধ্যমে কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২

গ) শ্যামল তার কাজগুলোকে কেন নিজের দায়িত্ব মনে করে তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) তুমি কি মনে কর অমল ঈশ্বরকে ভালোবাসে? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। মিতা ও রমা দুই বান্ধবী। তারা ভক্তি সহকারে বাইবেল পাঠ করে। কোথাও বেড়াতে গেলে মিতা গভরিভাবে তার আশেপাশের গাছ, পাখি, ফুল, নদী ইত্যাদি অপরূপ সৃষ্টি খেয়াল করে। অপরদিকে রমার সমস্ত জীবজন্তুর প্রতি অসম্ভব দয়া। কেউ গাছ কাটলে সে বাধা দেয়। আশেপাশের পাখিকে নিয়মিত খাবার দেয়। প্রতিবেশী অসুস্থ হলে বা বিপদে পড়লে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়।

ক) ঈশ্বর ষষ্ঠ দিনে কী সৃষ্টি করেছেন? ১

খ) ঈশ্বর কেন নোয়ার মাধ্যমে এক নতুন মানবজাতি গড়ে তুলেছেন? ২

গ) মিতা তার কাজের মাধ্যমে কাকে জানতে চায়, ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) রমার মত তুমিও কীভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে পার, তা ব্যাখ্যা কর। ৪

৩। মিষ্টি হস্তশিল্পে দক্ষ। সে বিভিন্ন ছবি আঁকে, সেলাই করে, রঙ করে এবং মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে। নিজের বাড়ি সাজিয়ে মনোরম করে তোলে ও অন্যদেরকে অবাক করে দেয়। এ ছাড়া সে বাড়িতে ফুল, ফল ও অন্যান্য জাতের গাছ লাগিয়ে পরিপূর্ণ একটি বাগানবাড়ি তৈরি করে করেছে। এভাবে মিষ্টি ঈশ্বরের যত্ন নিচ্ছে।

ক) প্রকৃতি ছাড়া কার অস্তিত্ব কল্পনীয়? ১
খ) আমরা কীভাবে খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে পারি? ২
গ) তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন শিক্ষার আলোকে মিষ্টি এ কাজ করেছে? ৩
ঘ) "মিষ্টির সৃজনশীল কাজের অনুপ্রেরণাই হলেন ঈশ্বর" - উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৪। জেমস তার বাড়ির আশেপাশের বড় বড় গাছ কেটে আসবাবপত্র তৈরি করে কিন্তু কোন গাছ লাগায় না। সে অবাধে পশুপাখি শিকার করে। অন্যদিকে সুবাস প্রকৃতিকে ভালোবাসে। সে নিজ বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের ফুল ও ফলের গাছ লাগায়। সে বাগানের তাজা ফল ও সবজি খেয়ে আনন্দ পায়। সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে তার। সে সর্বদাই সুখী।
ক) শীতের সময় সূর্যের আলো আমাদের কী দান করে? ১
খ) ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য কী? ২
গ) জেমসের কর্মকান্ডের ফলে পরিবেশের কী ধরনের সমস্যা হবে - ব্যখ্যা কর। ৩
ঘ) সুবাস যেন ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতিনিধি - উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৫। বৃষ্টির জন্ম হলো শীতে। পরিবারের সকলেই খুব খুশি। তার সরল ও পবিত্র হাসি সবাইকে আনন্দ দেয়। বৃষ্টি সকলের আদর-যত্নে লেখাপড়া শিখে দেশের নামকরা একজন চিকিৎসক ও সমাজকর্মী হলো। মানুষের জন্য তার অসীম মায়, মমতা ও ভালোবাসা। তার মুখের আন্তরিক কথায় অর্ধেক সুস্থ হয়ে যায় রোগীরা। অন্যদিকে তার স্বামী নামকরা একজন গবেষক। তিনি নিজের সাধনায় গবেষণা করে মানুষের চিকিৎসার জন্য ঔষধ তৈরি করেন এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করেন, যা দিয়ে মানুষের রোগ নির্ণয় করা হয়।
ক) মানুষকে কার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে? ১
খ) আমরা কীভাবে ভালো-মন্দের পথ বেছে নেই? ২
গ) বৃষ্টির স্বামীর মধ্যে ঈশ্বরের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে - তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ) 'বৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির প্রকাশ' - উক্তিটি মূল্যায়ন কর । ৪

৬। ডীনা ও দীপের পরিবার একটি আদর্শ পরিবার। তারা একে অপরকে খুবই ভালোবাসে। দুজনের মধ্যেই য়েছে শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ। দীপের স্ত্রী ডীনা একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে ডাক্তার দেখাতে পারেনি। শুধু তার স্ত্রীর পাশে থেকে সারাক্ষণই তার সেবা ও প্রার্থনা করেছে। কেননা দুজনের জীবনই ছিল প্রার্থনাশীল। ঈশ্বরের প্রতি ছিল ডীনার গভীর বিশ্বাস। তাই ডীনা কখনো তার স্বামীকে দোষারোপ বা তিরস্কার করেনি। দুঃখ ও বিপদের সময় দুজনে এক হয়ে সমাধানের পথ খুঁজছে। এক অপরকে বিশ্বাস ও ভালোবাসার কারণে তারা সব কিছুর সমাধান করতে পেরেছে।
ক) ঈশ্বরের ঐশ্বরিকতার আয়না কে? ১
খ) আমরা কীভাবে ঈশ্বরের মতো নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারি? ২
গ) ডীনা ও দীপের পরিবার কী ধরণের পরিবার - ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) 'ডীনার ছিল ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস' - উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৭। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। একইসাথে তিনি আমাদের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যেন, আমরা প্রতিনিয়ত এই উদ্দেশ্যকে স্মরণ করে জীবন-যাপন করি। আর এই জন্য তিনি আমাদের চারপাশ সেভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন এবং আমাদের বিশ্বাসী জীবনের মাধ্যমগুলি আয়োজন করেছেন।
ক) মানুষ ঈশ্বরের কেমন সৃষ্টি? ১
খ) ঈশ্বর কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন? ২
গ) ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য আমাদের কাছে কী কী উপায়ে অবগত করেছেন? ৩
ঘ) তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ঈশ্বরকে জানার উপায়গুলো বিস্তারিত আলোচনা কর। ৪

৮। ঈশ্বর মানুষের কাছে নিজেকে হঠাৎ করে প্রকাশ করেননি। সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে তিনি মানুষের কাছ নিজেকে প্রকাশ করেছেন। মানুষ জন্ম নেওয়ার মধ্য দিয়ে যীশুর আত্মপ্রকাশের পূর্ণতা পেয়েছে।
ক) মহাপ্লাবনের সময় কে বেঁচে গিয়েছিল? ১
খ) ঈশ্বর কেন পৃথিবীতে মহাপ্লাবনের জন্ম দিয়েছিলেন? ২
গ) তুমি কি যীশুর আত্মপ্রকাশ? ব্যাখ্রা কর। ৩
ঘ) যুগে যুগে ঈশ্বর কিভাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তা বর্ণনা কর। ৪

৯। ঈশ্বর অদৃশ্য। তাঁর দেহ নেই, আছে শুধু আত্মা। কিন্তু আমোদের আছে দেহ, মন ও আত্মা। তিনি নিজের মতো করে আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে আত্মা দিয়েছেন। সুতরাং, আমরা বলতে পারি আমাদের আত্মা ঈশ্বরের মতো। এর অর্থ হলো, আমরা আমাদের অন্তরে কিছু কিছু গুণ পেয়েছি।
ক) এক ঈশ্বরের কয় ব্যাক্তি? ১
খ) ঈশ্বর কীভাবে আমাদের মধ্যে আত্মার বা প্রাণের সঞ্চার করেছেন? ২
গ) তুমি কী কী ঈশ্বর প্রদত্ত গুণ তোমার অন্তরে উপলব্ধি কর? ৩
ঘ) তোমার এই গুণগুলোর দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ আরোচনা কর। ৪